

# দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত চিত্র

মুহাম্মদ মাহুম বিল্লাহ

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র সুবর্তন নয়। দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় ঝড়ে পড়া, শিক্ষার গুণগত মান, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে না পারা এবং নিরানন্দ পরিবেশে শিক্ষাদান ইত্যাদি বিষয়গুলো বিদ্যমান এবং প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এগুলো বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অল্পট প্রাথমিক শিক্ষাই সকল শিক্ষার ভিত্তি। আমরা যদি এই ভিত্তিকে মজবুত করে গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে উচ্চ শিক্ষা এবং দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নাগরিক ও নেতা তৈরি করা সম্ভব হবে না। প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাবলীর জন্য আমরা জাতীয় ক্ষেত্রে যে অনেক পিছিয়ে আছি তা আর নতুন করে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। প্রাথমিক শিক্ষায় ঝড়ে পড়ার চিত্র আশাশঙ্কক জে নয়ই বরং হতাশাজনক। একটি জাতীয় দৈনিকের এক প্রতিবেদন থেকে দেখা

হাজার ২১১ জন অর্থাৎ ঝড়ে পড়েছে ১১ লাখ ৫০ হাজার ৭৫৭ জন। (কালের কণ্ঠ ২৪-০৮-২০১২)। এবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা হতে যাচ্ছে ২১ নভেম্বর। প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ করতে হলে বয় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন আর এই পদক্ষেপ সরকারের একার পক্ষে নেয়া সম্ভব নয় তবে বিশাল দায়িত্বটি সরকারকেই বহন করতে হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি বলেন, ঝরে পড়া রোধকরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে, কুলে বিদ্যুৎ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এই পদক্ষেপগুলো কি পরিমাণে কোথায় কার্যকরী হচ্ছে এবং যেসব এলাকায় এগুলো বেশি দরকার সেসব এলাকায় ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তার সঠিক কোনো পর্যবেক্ষণ বা গবেষণা নেই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

সংসদ ইত্যাদি) প্রাথমিক শিক্ষার দেহভাল সুনির্দিষ্টভাবে করতে পারে। কোনো কোনো এলাকায় সরকারি প্রচেষ্টা পৌঁছাবে না সেখানে এনজিওগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া, সেখানে এনজিওর খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা নেই বা প্রয়োজনীয়তা নেই, সরকারও সাফল্যজনকভাবে এগুতে পারছে না অথচ নিতরুণ বর্ধিত হচ্ছে তাদের অধিকার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সেখানে কমিউনিটিকে কিভাবে সহায়তা দিলে অবস্থার উন্নতি হবে সে বিষয়গুলো সরকারকেই বের করতে হবে। সাম্প্রতিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বড় ধরনের এক জটিলতা তৈরি হয়েছে। গত জুলাই মাসে ১২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার কথা ছিল কিন্তু এ নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হতেই নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়ে শূন্য

কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্যতা তৈরি হয়। অপর প্রতিকল্প একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে পাঠাতে অন্যত্র প্রকাশ করে কারণ দুই একজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ থাকলে প্রতিষ্ঠান ঠিকমত ক্লাস ম্যানেজ করতে পারে না। জাতীয় শিক্ষকদের মাতৃভূমিনিভ হুটি, বিশেষ হুটি, অসুস্থজানিত হুটি ইত্যাদি কারণে শিক্ষক হস্তাহত অনেক ক্লাস বাদ যায়। এরূপ ক্লাস পরিচালনার জন্য পুনের শিক্ষকদের কাজে লাগানো হবে। এটি ছয় মাসের জন্য প্রযোজ্য হবে। ছয় মাস পর কি শিক্ষকদের ঘাটতি থাকবে না? তখন কীভাবে শূন্য পদ পূরণ করা হবে? তবে এতসব সমস্যার মধ্যেও স্থির সংবাদ হচ্ছে সরকার দেশের ২৬ হাজার ২৮৪টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিন ধাপে জাতীয়করণ করতে যাচ্ছে। প্রথম ধাপ শুরু হবে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে তখন ১ লাখ ৫ হাজার ৩৪৫ জন শিক্ষকের চাকরিও জাতীয়করণ করা হবে। এর ফলে ১০০৮ কোটি টাকা খরচ হবে প্রতিবছর। প্রথম ধাপে ২২ হাজার ৯৮১টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হবে। এ বিদ্যালয়গুলো ইতোমধ্যে মাসিক সরকারি অনুদান পাচ্ছে অর্থাৎ এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়। যেসব বিদ্যালয়ে এমপিও লিস্টে নেই সেগুলো জাতীয়করণ করা হবে ১ জুলাই ২০১৩ এবং তৃতীয় পর্যায়ে বাকিগুলো জাতীয়করণ করা হবে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণ সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো মূল বেতন পান এবং ২০০ টাকা বাড়িভাড়া ও ২০০ টাকা মেডিকেল ভাতা পান। স্বামী বা সাময়িক নিবন্ধনভুক্ত কুল, কমিউনিটি কুল, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণ করা হবে। এদের সংখ্যা ২২৫২। বাকি ১০৫১ বিদ্যালয় যারা অনুমোদন পায়নি বা সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় তারা তৃতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণের আওতায় আসবে।

১৯৭৩ সালে সরকার প্রথম দেশের ৩৬১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে। পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে আরো ১৫০৭টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। দেশে বর্তমানে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ৮৫০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যে কোনো দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার প্রথম ধাপ। এই ধাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি হচ্ছে ভিত, এই ভিত মজবুত না হলে ভবিষ্যতে যে কোনো শিক্ষা প্রকৃত অর্থে কার্যকরী হয় না। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক মান থেকে অনেক দূরে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান এবং শিক্ষাদান আনন্দময় পরিবেশে নিশ্চিত করা ও ঝরে পড়ার হার রোধ করা নিশ্চিত করতে হবে জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে।



যায় যে, ২০০৮ সালে ৩৭ লাখেরও বেশি শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। তাদের মধ্যে ২৬ লাখের শিশু বেশি শিক্ষার্থী চলতি বছর পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য নিবন্ধন করেছে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীতে আসা পর্যন্ত সাড়ে এগার লাখ শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়েছে। কিছু শিক্ষার্থী অন্য ধারায় হরত চলে গেছে, কেউ হারত ফেল করার কারণে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আসতে পারেনি তারপরও প্রকৃত ঝড়ে পড়ার হার আরেক গুণের মতো। অপুরি, হারিত্রা, পাঠ্যপুস্তক পাঠদান চিত্তাকর্ষক নয়, ভর্তির পর কুল পরিবর্তন, অভিভাবকদের অসচেতনতা ইত্যাদি কারণে সাদী করেছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার পর্যায়ে তাদের মধ্যে ৬ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়েছে। ২০১০ সালে তৃতীয়, ২০১১ সালে চতুর্থ পর্যায়ে পেরিয়ে ২০১২ সালে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ লাখ ৩৮ হাজার ৪৫৪ জন যদিও ভর্তি হয়েছিল ৩৭ লাখ ৭৯

ভারপ্রাপ্ত সচিব এম এম নিয়াজ বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থী আসে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে তাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ গুরুতর অশুষ্টির শিকার, ৫৬ শতাংশ প্রয়োজনের তুলনায় কম ওজনের। ফলে দীর্ঘকাল ক্লাসে থাকা এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দেখা তাদের জন্য সম্ভব হয় না। এটি একটি বিরূপ সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে। সরকারের একার পক্ষে এই বিশাল সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়, বেসরকারি এবং কমিউনিটির যৌথ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ প্রয়োজন। তবে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে পুরো বিষয়টি সমন্বয় করার জন্য। এ খাতেই সরকার বিশাল পরিমাণ লোকশান ওনছে সেগুলোর লোকশান কমিয়ে আনতে পারলে এখানে বরাদ্দ বাড়ানো যেত। পুরো দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে এমনভাবে জাগ করতে হবে যাতে সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য কমিউনিটি, বিদেশি কোনো

পদে নিয়োগ দেয়ার পাশাপাশি আরো ২০ হাজার জনকে নিয়ে শিক্ষক পুল গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। এই পুল গঠনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়েছে যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সমন্বয়ে ২০ হাজার জনের পুল গঠন করা হবে। পুলের শিক্ষকরা মাসোহারা ভিত্তিতে ছয়মাসের জন্য নিয়োগ পাবেন। প্রকৃত মারিট্বে নিয়োগ হলে পুলের শিক্ষকরা ১০ শতাংশ লিড রিজার্ভ কোটায় নিয়মিত চাকরি পাবেন। যেসব জেলায় এই লিড রিজার্ভ কোটা পূরণ হয়ে যাবে সেসব জেলায় পুলে বিলম্বিত ঘটবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক পুল গঠন করা একটি গ্রহণসম্মত পদক্ষেপ কারণ বিভিন্ন কারণে শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন না। প্রশিক্ষণ ও মাতৃভূমিনিভ হুটির

১৯৭৩ সালে সরকার প্রথম দেশের ৩৬১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে। পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে আরো ১৫০৭টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। দেশে বর্তমানে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ৮৫০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যে কোনো দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার প্রথম ধাপ। এই ধাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি হচ্ছে ভিত, এই ভিত মজবুত না হলে ভবিষ্যতে যে কোনো শিক্ষা প্রকৃত অর্থে কার্যকরী হয় না। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক মান থেকে অনেক দূরে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান এবং শিক্ষাদান আনন্দময় পরিবেশে নিশ্চিত করা ও ঝরে পড়ার হার রোধ করা নিশ্চিত করতে হবে জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে।

মুহাম্মদ মাহুম বিল্লাহ, কলাম লেখক